"মিষ্টি বাচ্চারা - যে মাতা - পিতার থেকে তোমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, সেই মাতা - পিতার হাত কখনো ছেড়ে দিও না, পড়া ত্যাগ করলে তোমরা রাস্তার অনাথ বাচ্চা হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সৌভাগ্যবান বাচ্চাদের কেমন পুরুষার্থ এবং লক্ষণ শোনাও?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা সৌভাগ্যের অধিকারী - তারা দেহী অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করে । তারা যা শোনে, তা অন্যদেরও দান করে । তারা শঙ্খধ্বনি না করে থাকতে পারে না । ধারণাও তখনই হবে যখন দান করবে । সৌভাগ্যবান বাচ্চারা দিন-রাত সেবাতে ফার্স্টক্লাস পরিশ্রম করে । কখনোই ধর্মরাজের প্রতি ডোন্ট কেয়ার করে না । কেবলই ভালো খেলো, ভালো পরিধান করলো, সার্ভিস করলো না, শ্রীমতে চললো না, তখন মায়া খুবই মন্দ গতি করে দেয় ।

*গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম...

ওম্ শান্তি । বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক একজনই করেন -- একথা দুনিয়া জানে না । বাচ্চারা, তোমরা যারা এখানে বসে আছো, তারাই বুঝতে পারো । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই জানতে পারে । বিগড়ে দেয় মায়া । যারা আসুরিক মতে চলে, তারাই বিগড়ে যায় । বাচ্চারা,তোমরা এখন জানো যে, ভোলানাথ শিবকেই বলা হয় । শঙ্করকে ভোলানাথ বলা হয় না । ভোলানাথ তাঁকেই বলা হয়, যিনি বিগড়ে যাওয়াকে শুধরে দেন, তিনি বড় ভোলা, গরীবকে অটুট সম্পদ দান করেন। তিনি বাচ্চাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দান করেন, যাঁর এমন চিত্র বানানো আছে । আর কেউই এমন বোঝান না যে, এ হলো উল্টো বৃক্ষ। ভগবান উবাচঃ হলো, এই বৃক্ষ এবং ড্রামার জ্ঞান আর কোনো শাস্ত্র বা বেদ শাস্ত্রে নেই। ভগবানই এই জ্ঞান দান করেছেন। এ তাঁরই শাস্ত্র, যাঁর জন্য বলা হয় সর্বশাস্ত্র শিরোমণি ভাগবত গীতা ।

পরমপিতা পরমাত্মা কতো মিষ্টি বাবা, তথাপি তাঁর স্মরণ মায়া ভুলিয়ে দেয় । তোমরা শিব বাবাকে স্মরণ করার প্রয়াস করো, কিন্তু মায়া বড় জবরদস্ত, সে তোমাদের স্মরণ করতেই দেবে না । এখন বাবা তোমাদের কান্নার এই দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে যান, যেখানে ২১ জন্ম তোমাদের আর কান্নাকাটি করার দরকার থাকে না । তোমরা ৬৩ জন্ম তো কান্নাকাটি করেছো । ৮৪ জন্ম তো আর বলা হবে না । বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো । ভোলানাথ বসে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন। রাবণ যেদিন থেকে বিগড়ানো শুরু করে, সেদিন থেকে তোমরা কাঁদতে শুরু করো । মানুষকে বোঝানোর জন্যই এই বড় বৃক্ষ এবং গোলা বানানো হয়, কেননা বড় চিত্রের উপরই খুব ভালোভাবে বোঝানো যেতে পারে । যদিও কোনো কোনো বাচ্চা নিজেদের কর্ম অনুসারে এতটা ধারণ নাও করতে পারে । সবাই তো আর রাজা - রানী হবে না । ভালো কর্ম করলে তার ফল অবশ্যই ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হয় । এ তো কর্মের গতি, তাই না । বাবা বলেন, আমি কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতিকে জানি আর তা তোমাদের বোঝাইও। টিচার তো সবাইকে একই রকম পড়ায়, তাই না । এরপর কেউ ভালো নাম্বার পেয়ে পাস করে, কেউ আবার ফেলও করে । তারা বলবে, কি করবো, কর্মের এমনই হিসেব - নিকেশ আছে যে, আমরা পড়ি না । এখানেও এমনই। কেউ তো ভালো পড়ে, কেউ তো পড়া বা কলেজই ছেড়ে দেয় । কলেজ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, বাবা, টিচার এবং সদ্গুরুকে ত্যাগ করা । ত্যাগ করাকেই অনাথ বাচ্চা হয়ে যায় । অনাথ তাদেরই বলা হয়, যাদের মা - বাবা থাকে না । তাই মাতা - পিতা, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে ত্যাগ করলে রাস্তার অনাথ বলা হয় । এখানেও কেউ কেউ মনে করে - এখান থেকে বেড়িয়ে পুরানো দুনিয়ায় চলে যাবে কিন্তু সেখানে তো জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না । ওখানে তো নাটক, বায়োস্কোপ, ঘোরা - বেড়ানো, ভালো কাপড়চোপড় ইত্যাদি পাওয়া যাবে । যাদের ভাগ্যে নেই তাদের এমন খেয়াল চলতে থাকে । বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয় তাই আবার পুরানো দুনিয়ার দিকে চলে যায় । তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া তো শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে । কিছুই তো আর সাথে যায় না । তোমাদের এই দেহ বোধকেও ত্যাগ করতে হবে । এই দেহ বোধের কারণেই অন্য সব বিকার এসে যায় । দেহী অভিমানী হওয়াতেই খুব পরিশ্রম। বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো । আমিও সাময়িকভাবে এই তনে এসেছি । আমরাই সেই দেবতা ছিলাম আবার আমরাই শূদ্র হয়েছি । আমরা শ্রীমতে চলে এই বিশ্বকে স্বর্গ বানাই। বাচ্চারা, তোমরা কতো ভাগ্যবান। শিব বাবা যখন আসেন তখন তোমাদের মতো ভারত মাতাদেরই শক্তিসেনা বানান, তাই তোমাদের নাম শিব শক্তি সেনা রাখা হয়েছে । তোমরা শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করে নিজের স্বরাজ্য স্থাপন করছো । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিব বাবা । দুনিয়া তো সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে আছে । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে জ্ঞানের আলোতে

এসেছে । কারোর কারোর তো আবার জ্যোতিই জাগ্রত হয় না । সেও এই ড্রামাতেই নির্ধারিত রয়েছে । কারোর আবার জ্যোতি জাগ্রত হলেও মায়া আবারও তা নিভু নিভু করে দেয় । চলতে - চলতে মায়ার তুফান লাগলে আবার আগের মতো হয়ে যায় । এই দুনিয়াতে কেউ তো খুব বিত্তবান, কেউ আবার ১০ টাকাও উপার্জন করে না । কারো কারো তো খুব কষ্ট করে ভোজন প্রাপ্ত করে । খাওয়ার জন্য কতো কান্নাকাটি - চিৎকার করতে থাকে । বাবা ওদের দ্বারা (বিদেশীদের দ্বারা) সাহায্য করাচ্ছেন। একথা মানুষ তো জানে না । এও ড্রামারই রহস্য। তোমরা যখন খুব দুঃখী হও, তখনই বাবা আসেন। যদি তিনি প্রেরণা না পেতেন তাহলে তোমাদের সাহায্য করতে পারতেন না । এখন তোমাদের কমপ্লিট রাজধানী স্থাপন হয় নি ।

সুতরাং এই চিত্র হলো কাউকে বোঝানোর জন্য। এর অনেক গুরুত্ব। যেমন নকশা থাকে, সেই ম্যাপ ছাড়া কিভাবে জানতে পারা যাবে যে, অমুক শহর কোথায় । এই ম্যাপ ওখানে থাকবে না । এখানে তো ভারত কতো বড়। বাস্তবে ভারতের জনসংখ্যা সবথেকে বেশী হওয়া উচিত। তাই থাকার জন্য তো জায়গা চাই। স্বর্গে তো অল্পসংখ্যক থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতেই এইসব কথা রয়েছে । বিনাশ হলে আমরা খুব অল্পসংখ্যকই এখানে বাকি থেকে যাবো । এটা তো বৃক্ষের ফাউন্ডেশন, তাই না । এর পরে এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে আরো বৃক্ষ লাগতে থাকবে । তোমাদের মধ্যেও খুব অল্পই আছে, যারা এই কথা বুঝতে পারে আর সেই নেশাতে থাকে । আমরা বাবার দ্বারা নলেজফুল হই। বাবা তো খুব সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন, তোমরা এই সৃষ্টিচক্রের কথা খেয়াল রেখো । সৃষ্টিচক্র আর শঙ্খ। যারা জ্ঞান শঙ্খধ্বনি করে না, তাদের কিভাবে ব্রাহ্মণ বলা হবে ? গীতা যারা শোনান, তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার থাকে । যারা খুব ভালো, পাকা বিদ্বান হবে, তাদের নেশা থাকবে । কতো হাজার মনুষ্য বসে এই পাঠ শোনে । তোমাদের তো হলো নতুন বিষয় । বলা হয়, এদের জ্ঞান না হিন্দুদের, না মুসলমানদের, কি জানি কোথা থেকে নিয়ে এসেছে । তবুও তো কেউ কেউ বুঝতে পারে, তাই না -- ভোলানাথ বাবা, ভক্তের রক্ষক ভগবান, পতিত পাবন এসেছেন। তাঁকে তো অবশ্যই আসতে হবে । বাবা বলেন, আমার স্মরণিকেরও মন্দির আছে । আমি এসেইছি পতিতকে পাবন বানানোর জন্য। বাচ্চারা, এ তোমরাই জানো - বাবা এসে আমাদের পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো বোঝাচ্ছেন। তোমরা বলো -- বাবা, আমরাও পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এসেছিলাম, তোমার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম। এতো অনেক বাচ্চা বলে, তাই এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথাই নেই। সকলেই বলে -- বাবা, আমি তোমার পৌত্র, ব্রহ্মার সন্তান। যে কোনো কাউকেই জিজ্ঞেস করো, তখন বলবে -- হ্যাঁ, শিব বাবার বাচ্চা, তো সবাই ভাই - ভাই। এরপর সাকারে ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার কারণে ভাই - বোন, ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হয়ে গেলে । তাই এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা ব্রহ্মার বাচ্চা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী, এখানে বিকার থাকার কোনো কথাই নেই। একই কুলের হয়ে গেলে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন রচয়িতা । অবশ্যই এরা সব প্রজা, তাই না । শিব বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চা তৈরী করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সত্যযুগের পূর্বেই এসেছিলেন। যে ব্রাহ্মণরা দেবতা হবে, তারা অবশ্যই পবিত্র থাকবে । যারা পবিত্র হয়, তারা নিজের রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত করে । শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা এই যজ্ঞের রচনা করেছেন। তোমরা জানো যে, আমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও সঙ্গমে ছিলাম, এখনো আছি, এরপর দেবতা হবো । সত্যযুগে বা কলিযুগে কোনো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী থাকে না, সঙ্গমেই থাকে । ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ভাই - বোন হয়, এ হলো ভাই - বোন হওয়ার যুক্তি । যারা পবিত্র হয় না, তারা এই বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারে না । ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয় । বাবা বোঝান -- তোমরা পুরুষার্থ করে ধারণ করো আর অন্যদেরও করাও। যখন তোমরা দেবতা হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, তখনই বিনাশ হবে । বিনাশ তোমাদের সামনে উপস্থিত। যারা ভালো সার্ভিসেবিল বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতেই এইসব কথা টিকতে পারে । দান না করলে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ হয়ই না । কোনো কোনো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা খুব ভালো ফার্স্টক্লাস পরিশ্রম করে, কেউ সেকেন্ডক্লাস, কেউ আবার থার্ডক্লাস পরিশ্রম করে, তাই তারা তেমনই প্রাপ্ত করবে । সবাই বলে, আমাদের কাছে ফার্স্টক্লাস ব্রহ্মাকুমারী পাঠাও। এখন এতো ব্রহ্মাকুমারী কোথা থেকে আনা হবে ? এও শিব বাবাই জানে যে, কে ফার্স্টক্লাস ? তিনি প্রত্যেকের অবস্থাই জানেন। অনেক বাচ্চারাই খুব ভালো সার্ভিস করে ।

ব্রাহ্মণদের (লৌকিক ব্রাহ্মণ) খাওয়ার খুব শখ থাকে, বিভিন্ন জায়গায় তারা ছালা বাঁধতে থাকে । বাচ্চাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে, যাদের ভালো খাবার না পেলে আরাম হয় না । বাবা - মাম্মার নাম তারা বদনাম করে দেয় । আবার বোঝালে তারা রেগে যায় । কেউ কেউ তো ধর্মরাজকেও ডোন্ট কেয়ার করে । তারাই আবার আশ্চর্যবৎ ভাগন্তি হয়ে যায় । যারা শ্রীমতে চলে না, মায়া তাদের এমন মন্দ গতি করে দেয় । আবার বিকারের জন্য অবলাদের উপর কতো অত্যাচার করে । অত্যাচারও সৌভাগ্যের। বাবার থেকে উত্তরাধিকার তো প্রাপ্ত করে নেবে, তাই না । অনেকের উপরই এমন অত্যাচার হয় কারণ বিষ ছাড়া থাকতে পারে না । এ হলো দুর্গতির দুনিয়া । এখানে কারোর সদ্গতি হতে পারে না ।

মৃত্যুলোক আর অমরলোককে কেউ জানতেই পারে না । অমরলোক হলো সত্যযুগে, সেখানে আদি - মধ্য এবং অন্ত সুখ। দেখানো হয়েছে যে, অমরনাথ পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। এখন সূক্ষ্মবতনে তো কথা শোনার দরকারই নেই। তাহলে এই কথা ইত্যাদি কোথা থেকে এলো ? অমরকথা শোনালেন, তারপর সূক্ষ্মবতন থেকে কোথায় গেলেন ? মানুষ কিছুই জানে না । তাই এইসব কথা খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত। কথা শোনানোর জন্য তো অনেকেই আছে, প্রথমে তাদের কথা শুনে তারপর বোঝানো উচিত। দশেরাতে বড় - বড় মানুষ রাবণকে দেখতে যায় । সেন্সেবল মানুষ বুঝতে পারবে যে, বানর কিভাবে রামকে সহায়তা করবে? ওরা কিছুই বুঝতে পারে না । এই সময় তো এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে । এক ক্রাইস্টের সন্তানেরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে । বাবা বলেন যে, এও ড্রামার ভবিতব্য। ড্রামার কথা জানতে পেরেছো, তাই তো তোমরা পুরুষার্থ করো । তোমরা জানো যে, এখন তো খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । এই ড্রামার রহস্য অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাবা এসে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেছেন। টিচার এবং পতিত পাবন ওই বাবাই। তাঁর প্রতিই বলিহারি । মায়া তোমাদের নীচ বানিয়ে দেয় । উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসেই তোমাদের উচ্চ বানান। তিনি বলেন -- বাচ্চারা, এখন আমার কথা শোনো, পুরানো দেহের বোধ ত্যাগ করার পুরুষার্থ করতে থাকো । এখন তো তোমরা পতিরও পতিকে পেয়ে গেছো, যিনি স্বর্গের বাদশাহী দান করেন। ওখানে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । এ হলো সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া । দুনিয়া একটাই। সেই দুনিয়াই প্রথমে সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তারপর সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে যায় । প্রথমে ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন তা নরক। এই চিত্র খুবই মূল্যবান। বিলেতে যদি কাউকে বুঝিয়ে দাও তখন বলবে যে, এই জিনিস তো খুবই সুন্দর। সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘোরে, কার কার ডায়নেস্টি চলে, সব চিত্রই এর মধ্যে আছে । যে কোনো ধর্মের মানুষকে বোঝালে তারা খুশী হবে । হ্যাঁ, তোমরা যত এগিয়ে যাবে একে অপরের থেকে সবই শুনবে - এ তো খুবই সুন্দর নলেজ। বিদেশে সেন্সিবেল কেউ যদি যায় তাহলে খুব ভালো সার্ভিস হতে পারে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতিকে বুদ্ধিতে রেখে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে । কখনোই এই ঈশ্বরীয় পড়া ছাড়বে না ।

২) জ্ঞান দান করলেই ধারণা, তাই অবশ্যই দান করতে হবে । কখনোই বাবার আজ্ঞাকে ডোন্ট কেয়ার করো না ।

বরদানঃ- সকল ব্যর্থ চক্রের থেকে মুক্ত থেকে নির্বিঘ্ন সেবা করে অখণ্ড সেবাধারী ভব

সেবা তো সবাই করে কিন্তু যে সেবা করেও সদা নির্বিঘ্ন থাকে, তার অনেক গুরুত্ব। সেবার মাঝে যেন কোনো প্রকারের বিঘ্ন না আসে । বায়ুমণ্ডলের, সঙ্গের, অলস্যের - যদি কোনো প্রকারের বিঘ্ন আসে তাহলে সেবা খণ্ডিত হয়ে গেলো । অখণ্ড সেবাধারী কখনোই কোনো প্রকারের বিঘ্নতে আসতে পারে না । সঙ্কল্পে সামান্যতমও যেন বিঘ্ন না আসে । সব ব্যর্থ চক্র থেকে মুক্ত থাকো তখনই সফল এবং অখণ্ড সেবাধারী বলা হবে ।

স্লোগানঃ- যে হৃদয় এবং বুদ্ধিতে অনেস্ট, সে-ই হলো বাবার এবং পরিবারের প্রিয় পাত্র।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;